WBCS BENGALI COMPULSORY MOCK TEST

Conducted by EXAMBEES

Set I

Solution

১।নিজের পরিচয় বিবৃত না করে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত, কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্রাকারে বিবৃত করুনঃ ৪০

(নিজের নাম ঠিকানার পরিবর্তে X,Y,Z ইত্যাদি লিখুন।)

(ক)পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ভূমিকা।

(খ)সংরক্ষণ ও দেশের উন্নয়ন।

(গ)বিশ্ব-উষ্ণায়ন এবং আমাদের ভূমিকা।

২। নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুনঃ ৪০

"নারীদের উপর অ্যাসিড আক্রমণ পুরুষের লজ্জা"

৩।নিম্নলিখিত অংশের সারমর্ম লিখুনঃ ৪০

একান্ত মিলনেই যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনই সে বড় হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে।আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সি হাল ছাড়িয়া দিয়া ধশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। লিড়িত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না-জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে।বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যের সমস্ত পাঁপড়ি ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে-যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনই ফুল বিকশিত হইয়া উঠে।প্রত্যেক পাঁপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনই ফুল সার্থক হয়।আজ পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না।যা ছোটো সেও যখনই আপনার সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে-ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোটো হইয়াও বাঁচিতে চায়,বড়ো হইয়া মরিতে চাহে না।

৪।অনুচ্ছেদ পাঠ করে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুনঃ ১০X৪= ৪০

হুজুগে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুন্ডামি করা আর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়,শিক্ষাও আবশ্যক। দেশরক্ষার জন্য যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে তাতে যদি দলে দলে বাঙালির ছেলে সাগ্রহে যোগ দেয় তবেই তাদের এবং তাদের পিতামাতার সাহস আর দেশপ্রেম প্রমাণিত হবে। এককালে ইংরেজ আমাদের রক্ষা করত,এখন অবাঙালী ভারতবাসী রক্ষা করবে-এ কথা ভাবতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

দেশের উপর একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের জাল জড়িয়ে আছে,প্রজা বা শাসক কেউ তা থেকে মুক্ত নয়। শিক্ষকরা ছাত্রদের ভয় করেন,পরীক্ষার সময় যারা নলল করে তাদের বাধা দিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করতে সাহস করেন না, পাছে সে আত্মহত্যা করে অথবা তার সঙ্গীরা সদলে এসে প্রতিশোধ নেয়।ব্রিটিশ আমলে পুলিস বেপরোয়া ছিল, তার এই ভরসা ছিল যে প্রবল প্রতাপ মনিব পিছনে আছেন। কিন্তু এখন পুলিশ দ্বিধায় পড়েছে,কোন ক্ষেত্রে কতটা বলপ্রয়োগ চলবে তা তার বর্তমান মনিবরা স্থির করতে পারেন না। চোর ডাকাত প্রভৃতি মামুলী অপরাধীদের বেলায় ঝঞ্ঝাট নেই,কিন্তু আজকাল যেসব নূতন বেআইনী ব্যাপার হচ্ছে তার বেলায় নির্ভয়ে কর্তব্য পালন অসম্ভব। অফিস ও কারখানার কর্মীরা মনিবদের আটকে রাখে, ধর্মঘটীরা রাজপথে লোকের যাতায়াতে বাধা দেয়,স্কুল কলেজ বা অফিস প্রভৃতি কর্মস্থল অবরোধ করে,গুন্ডারা ট্রাম-বাস পোড়ায়। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ উভয় সংকটে পড়ে। নিষ্ক্রিয় থাকলে তাকে অকর্মণ্য বলা হবে, কর্তব্য পালন করলে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলা হবে। অধিকাংশ খবরের কাগজ অপক্ষপাতে কিছু লিখতে সাহস করে না, পাছে কোনও দল চটে।তারা দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে, ফলে পাঠকেরা বিভ্রান্ত হয়।দশ-বারো বছরের ছেলে যখন বলে, নেমে যান মশাইরা, এ গাড়ি পোড়ানো হবে, তখন যাত্রীরা সুবোধ শিশুর মতন আজ্ঞা পালন করে। নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং অন্যায় কর্মে বাধা দেবার বিন্দুমাত্র সাহস কারও নেই। ঝঞ্ঝাট দরকার কি বাপু-এই হচ্ছে জন-সাধারণের নীতি। পাশ্চাত্য পানদোষ আর ইন্দ্রিয়দোষের তুলনায় এই ক্লীবতা আর কর্তব্যবিমুখতা অনেক বড় অপরাধ।

(১)বাঙালীদের লজ্জা পাওয়া উচিত কেন?

(২)সেকালের তুলনায় একালের সমাজের পার্থক্য কোথায়?

(৩)কোন কারণের জন্য আমাদের খবরের কাগজগুলি তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে না?

(৪)পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের অপরাধ আরোও বেশী কেন?

৫। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বঙ্গানুবাদ করুনঃ ৪০

Among all species on the planet, the human being is considered to be the most superior only because of his ability to think and discriminate. It is said that even after death, thoughts remain indelible-such is the power of thought. Among the many factors that influence and change a person's life, the foremost factor is thought. We say that a certain person changed due to this or that circumstance or incident. The truth, however, is that the changes come from hos thoughts, and not only because of any external happening. A lot depends on how you think about a situation and the attitude with which you deal with it.

www.exambees.com

১।

মাননীয় সম্পাদক
আনন্দবাজার পত্রিকা
১ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা -

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকের একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে 'সংরক্ষণ ও দেশের উন্নয়ন' বিষয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিমত পাঠকদের উদ্দেশে পেশ করার অনুমতি চাইছি।

এ কথা আজ আমরা সকলেই জানি যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সংরক্ষণ চালু করা হয়, যার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল সংবিধানে স্বীকৃত তপশিলী জাতিসমূহের সার্বিক উন্নয়ন। প্রাথমিকভাবে এটি ছিল সময়-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা; সংরক্ষণ-বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেই এই সংক্রান্ত নিয়মটি বিলুপ্ত হবে, এটাই ছিল স্থিরীকৃত নীতি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ করলাম যে, স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর পার হয়ে গেলেও এই নীতিটির বিলোপ তো ঘটলই না, উপরন্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানান জাতিসত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে জাতপাতভিত্তিক সংরক্ষণের নিয়ম বলবৎ করতে রাজনৈতিক আন্দোলনে নামল। গত শতকের শেষদিকে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টও মূল গুরুতর প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে কেবল সংরক্ষণের সীমানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই প্রসারিত করল। অথচ, কেউ প্রশ্ন তুলল না যে, স্বাধীনতার পর এতগুলি দিন পার হয়ে গেলেও কেন বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষদের 'পিছড়ে বর্গ' বলে চিহ্নিত করতে হয় আজও। কেন বিভিন্ন দলের সরকার এতবছর ধরে উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করার পরেও দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়া গেল না? আহার-বস্ত্র-বাসস্থানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের আশ্বাস কেনই বা দেওয়া গেল না তাঁদের? আজ প্রতিটি রাজনৈতিক দল একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ ব্যাপারে নিজেদের ব্যর্থতাকে ধামা-চাপা দিতে চাইছে। অথচ এই জাত-পাত-ভিত্তিক সংরক্ষণের দরুন দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকামী ভেদবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, সংরক্ষণ নিয়ে আন্দোলন-বন্ধ-অবরোধ ইত্যাদির ফলে কর্মদিবস এবং সুস্থিতি বিনষ্ট হচ্ছে, বারবার একই সংরক্ষণ খাতে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করায় দেশের অন্যবিধ প্রকল্পগুলির যথাযথ রূপায়ন ও উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অথচ, অনুন্নত শ্রেণিরা যে অন্ধকার সেই অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছেন। ফলে, অবিলম্বে সরকারের উচিত, জাত-পাত-ভিত্তিক সংরক্ষণের বদলে অর্থনৈতিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, তাও একটি নির্দিষ্ট সময়সাপেক্ষে। আশা করা যায় সেই পথেই একদিন আমরা সংরক্ষণহীন, জাতপাতবিমুক্ত প্রকৃত সভ্য এক ভারতবর্ষের স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

ধন্যবাদান্তে —

নিবেদক
XYZ

তারিখ -
ঠিকানা -

www.exambees.com

২। নারীদের উপর অ্যাসিড আক্রমণ পুরুষের লজ্জা

একটি প্রতিবেদন

অতি সম্প্রতি কালনার এক যুবতী অ্যাসিড আক্রমণে তাঁর মুখের ৬৫% স্বাভাবিকতা হারিয়েছেন, বাঁ চোখ চিরতরে দৃষ্টি হারিয়েছে। তাঁর অপরাধ, তাঁকে প্রণয় নিবেদন করতে আসা যুবককে তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সেখানেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পৌরুষে ঘা লেগেছে এবং যার ফলস্বরূপ এই ভয়াবহ শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা — অ্যাসিড আক্রমণ। ব্যাপারটি যদি কেবল কালনার ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে আশঙ্কার তেমন কারণ ছিল না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, রোগটি দ্রুতপ্রসার লাভ করেছে এবং আজ কালনা তো কাল ক্যানিং, আজ রাজপুর তো কাল রায়গঞ্জ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে, কেবল যে রাজ্য তা নয়, গোটা দেশের একই ছবি; কেবল দেশই বা বলি কেন, সারা পৃথিবীতেই পুরুষদের হাতে মেয়েদের অ্যাসিড আক্রমণের ঘটনা প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

সভ্যতা বিকাশের এক বিশেষ সময় থেকে পুরুষ নারীকে তার ভোগ্য ও রক্ষণীয় 'সামগ্রী' হিসাবেই দেখে এসেছে। পুরুষের যৌন-প্রকল্পের নির্বাক সহচর হিসেবে এবং সন্তানদানের মাধ্যমে সম্পত্তি-রক্ষার সুনিশ্চিত ইতিকর্তব্যই নারীর একমাত্র ভূমিকা বলে সেইদিন থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে। সমাজে নারীর আরোও অনেক কল্যাণকর স্বাধীন ভূমিকা ছিল, যা পুরুষতান্ত্রিকতার গোপন অভিসন্ধিতে হারিয়ে গেছে, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যই তার একমাত্র মূলধন এবং পুরুষের প্রেমলাভই তার জীবনের একমাত্র সত্য — এটাও নির্ধারণ করেছে সেই পুরুষই। কে জানত, লেখাপড়া শিখে নারী একদিন পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, যুদ্ধজাহাজ চালাবে, কিংবা বিজ্ঞানে-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে? সবচেয়ে বড় কথা, জ্ঞানের আলোয় চোখ মেলে পুরুষের হ্যাঁ-কে 'না' বলতে শিখবে? সেটাই যখন ঘটল, তখন পুরুষদের হাতে অ্যাসিড উঠে আসা ছাড়া আর গতি কি ছিল?

জনৈক মনোবিদের কথায়, এর ফলে পুরুষের অহং ঘা খায়; সে নিজেকে অন্য পুরুষের তুলনায় হীন ভাবতে শুরু করে; অতএব যে তাকে সমাজের চোখে দুর্বল বা হীন বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তাকে শাস্তি দিয়ে আসলে তার মুখ বন্ধ করতে চায়; ভয় দেখাতে চায়, যাতে সেই মেয়েটি পুরুষটির হীনতার স্বরূপটি জনেজনে না বলে দিতে পারে। তাঁর মতে, এদের মানসিক চিকিৎসা দরকার, কিন্তু ক'জনকেই বা আমরা মানসিক চিকিৎসা করাবো? যদি পুরুষদের মনোজগতের অন্ধকার স্বরূপটিকে আমরা চিনে চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের সুস্থ করে তুলতে চাই, গোটা দেশ জুড়ে উন্মাদাগার বানাতে হবে আমাদের তা অসম্ভব।

www.exambees.com

আসলে বাল্যকাল থেকে জীবনবিকাশের প্রতিটি স্তরে আমাদের শেখাতে হবে, পুরুষ ও নারীর বাহ্যিক পার্থক্য নিতান্ত জৈবিক; তাছাড়া তারা এক। পৃথকীকরণ নয়, ভালোবাসা- সহমর্মিতা ও সমতার সম্পর্কে পুরুষ যেদিন নারীদের নিজেদের তুল্য একজন মানুষ ভাবতে শিখবে, নারীর হাতে নির্দ্বিধায় তুলে দেবে অর্ধেক আকাশের ভার, সেদিনই হয়ত নারীর উপর অ্যাসিড আক্রমণজনিত লজ্জার হাত থেকে পুরুষ মুক্তি পাবে। যতদিন তা না হয়, বর্ধমান- ক্যানিং--রাজপুর- বারাসত অ্যাসিড আক্রমণে বারবার মুখ ঢাকবে লজ্জায়।

৩। সারমর্ম :-

একে অপরের সঙ্গে মিলনের অর্থ, নিজস্বতা হারানো নয়। বিকাশের অর্থই হল ঐক্যের মধ্যে বিভিন্নতার বিকাশ। নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে [redacted] অপরের জাতি-সংস্কৃতিতে বিলীন হওয়া কোনোভাবেই গৌরবের পরিচয় নয়। নিজের স্বাতন্ত্র্য, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তাকে বাঁচিয়ে রাখাতেই প্রাণের ধর্ম বিকশিত হয়। ছোটো হওয়া ভালো, কিন্তু আত্মস্বরূপ বিসর্জন দিয়ে বড়ো হওয়া কখনই জীবের প্রকৃত ধর্ম হতে পারে না,

৪। উত্তর:

(১) কেবল হুজুগ ও আবেগের বশে স্বদেশপ্রেমের জিগির তোলা, অথচ কর্মক্ষেত্রে যখন দেশের সুরক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় তখন বাঙালি আগে ইংরেজের [redacted] ভরসায় থাকত, এখন বাঙালি থাকে অবাঙালি ভারতবাসীর ভরসায়। সৈন্যবাহিনীতে এজন্যই বাঙালির সংখ্যা চোখে পড়ার মত কম। পিতা-মাতারা যে তাঁদের [redacted] সন্তানদের আত্মসুরক্ষার বলে বলীয়ান না করে অপরের মুখাপেক্ষী করে তোলেন, এজন্যই বাঙালির লজ্জা হওয়া উচিত।

www.exambees.com

(২) সেকালের সঙ্গে একালের সমাজের সবচেয়ে বড় পার্থক্য, মানসিকতায়। একালে শিক্ষক থেকে পিতামাতা, সকলেই ভয়ে ভয়ে থাকেন। ছাত্র হোক বা সন্তান, সকলেই মতামত অপছন্দ হলে চরমপন্থার পথ বেছে নেয়। সেকালের পুলিশি ব্যবস্থা একালের তুলনায় অনেকগুণ বেশি বেপরোয়া ছিল, প্রবল প্রতাপ শাসক ছাড়া আর কাউকে মান্যতা দেবার কোনো দায় ছিল না, একালের পুলিশ নানান শৃঙ্খলে বাঁধা। বর্তমান শাসকেরা তাদের হাতে স্বাধীন শাসনের ক্ষমতা তুলে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত, ফলে মিছিল-অবরোধ-ধর্মঘট ইত্যাদির মোকাবিলায় একালের পুলিশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকে। দায় পালন করলে তাদের আমরা 'নিষ্ঠুর অত্যাচারী'র অপবাদ দিই, দায় পালন না করলে 'অকর্মণ্য' বলি। একালে আমাদের নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি যেমন নিঃশেষিতপ্রায়, তেমনি অন্যায় কাজে বাধা দেবার সাহসও অপসৃত। এককথায় সেকালের সঙ্গে একালের সবচেয়ে বড় পার্থক্য, মানসিক ক্লীবতা ও কর্তব্যবিমুখতা, যার ফলেই দেশ ক্রমশ স্বেচ্ছাচারীদের স্বর্গ হয়ে উঠেছে।

(৩) নিরপেক্ষতা ও সাহস খবরের কাগজগুলির অবশ্যপালনীয় দুটি কর্তব্য। বলা বাহুল্য, একালে সংবাদপত্রগুলি সে দায় পালন করতে অপারগ। বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশিত সংবাদে দাগে চটে যায়, এ কারণে দু'দিক রক্ষা করে খবরের কাগজগুলি সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত সংবাদ পরিবেশন করে। দলতন্ত্রের প্রবল প্রতাপের কাছে মাথা নত করে বলেই আমাদের খবরের কাগজগুলি তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে না।

(৪) পাশ্চাত্যের দুটি প্রধান দোষ — মদ্যপান ও ভোগ-বাসনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ। এই দুটিই ব্যক্তিজীবনকে বিভ্রান্ত-বিপর্যস্ত করে। কিন্তু তা বলে, তাঁদের নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি কম কিংবা মানসিক বলে তাঁরা বলীয়ান নয়, এ কথা যথার্থ নয়। আমাদের দেশে ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং মদ্যপানের ব্যাপকতা পাশ্চাত্যের চেয়ে কিছু কম, ফলে ব্যক্তিগত জীবনযাপনে আমরা হয়তো অনেক স্বচ্ছ। কিন্তু নাগরিক কর্তব্যবুদ্ধি এবং মানসিক বল — যা যে কোনো দেশের ভিত গঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, তার অভাব আমাদের সমাজে প্রবলভাবে প্রকট। ফলে, দেশের সঙ্কটের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারি না। এ কারণেই পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের অপরাধ আরোও বেশি।

www.exambees.com

৫। এই পৃথিবীতে মানুষ যে সকল জীবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, তার প্রধান কারণ – তার চিন্তাশক্তি এবং সুরুচি। বলা হয়, মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির মৃত্যু নেই। চিন্তার শক্তিই সব কিছুর মধ্যে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাকে নূতন মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। সচরাচর আমরা বলে থাকি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা কোনো ঘটনা মানুষের জীবনকে পাল্টে দেয়। কিন্তু সত্য হল, পরিবর্তন আসে চিন্তার হাত ধরে, কেবলমাত্র বাইরের কোনো ঘটনার প্রভাবে নয়। এটা নির্ভর করে, আমরা একটি পরিস্থিতিকে কিভাবে দেখছি এবং কিভাবেই বা তার মুখোমুখি হচ্ছি, তার উপর।

www.exambees.com